৬। যীশু পুনরুত্থিত প্রভু

যীশুর সমাধি

নীকদীম ও আরি মাথিয়ার যোষেফ এই দুই ব্যক্তি ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এঁরা যীশুকে বিশ্বাস করতেন ও ভালবাসতেন। পীলাতের কাছ থেকে এঁরা যীশুকে সমাহিত করার অনুমতি পান। এঁরা জানতেন যে যীশুর মৃত্যু হয়েছে কারণ কিছু আগে এক সৈনিক যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর কুক্ষি দেশে বর্শাঘাত করাতে সেখান থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। এঁরা যীশুর দেহকে কবর বস্ত্রে জড়িয়ে এক নতুন পর্ব্বত গুহাতে সেটি রেখেছিলেন এবং গুহার প্রবেশ পথে প্রকাণ্ড একখানা পাথর রেখেছিলেন। যীশুর কথা নীকদীমের মনে ছিল যে ক্রুশে হত হবেন—উচ্চীকৃত হবেন।

"আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্য পুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে। যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায় কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন; যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" যোহন ৩ ঃ ১৪-১৬

যীশুর শত্রুদের মনে পড়ল যে তিনি বলেছিলেন, "তৃতীয় দিনে আমি আবার উঠব।" তাই তারা পীলাতকে বলে কয়ে কিছু সৈন্য এনে যীশুর কবর চৌকি দিতে বসাল যেন কেউ তাঁর দেহ চুরি করে বলতে না পারে যে যীশু পুনরুত্থান করেছেন।

যীশুর পুনর্জীবন লাভ

মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে, রবিবার অতি প্রত্যুষে যীশু পুনরুত্থান করেছিলেন।

"বিশ্রাম দিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারম্ভে মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ, মহা ভূমিকম্প হইল ; কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন। ··· তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ কাঁপিতে লাগিল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন ; আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন। ····· তখন তাঁহারা ····· শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক, তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।"

মথি ২৮ ঃ ১-৯

ঐদিন ৫ বার যীশু তাঁর বন্ধুদের দেখা দেন। তিনি বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকতে পারতেন ; ইচ্ছামত আবির্ভূত বা অন্তর্হিত হতে পারতেন কারণ ঐ সময়ে তিনি পরিবর্ত্তিত গৌরবময় দেহ বিশিষ্ট ছিলেন।

"সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ সেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহুদীগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল ; এমন সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক।" যোহন ২০ : ১৯

এই ঘটনায় শিষ্যগণ প্রথমে ভাবলেন যে তাঁরা ভূত দেখছেন। কিন্তু যখন তাঁরা যীশুর দেহ স্পর্শ করলেন ও যীশু যখন তাঁদের সাথে আহার করলেন, তখন তাঁরা বুঝলেন যে প্রকৃতই যীশু পুনরুত্থিত হয়েছেন। সে সময়ে থোমা নামক শিষ্য ঐ স্থানে ছিলেন না এবং পরে তিনি শিষ্যদের কথায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। পরের সপ্তাহে যখন তাঁরা ঐ স্থানে সকলে ছিলেন তখন যীশু আবার তাঁদের মাঝে হঠাৎ উপস্থিত হলেন।

"পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এদিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও ; আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও ; এবং অবিশ্বাসী হইওনা, বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ? ধন্য তাহারা যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।"

যোহন ২০ : ২৭-২৯

যীশুর এই কথাগুলি আমাদের জন্যই। তিনি যে প্রকৃতই মৃতগণের মধ্য থেকে উঠেছিলেন তা বিশ্বাস করার জন্য তাঁকে দেখবার প্রয়োজন নাই। এরও পর ৪০ দিন ধরে নানা স্থানে নানা

ভাবে তিনি শিষ্যদেরকে দেখা দিয়ে তাঁদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেই শিষ্যগণের লেখা থেকে—বাইবেল থেকে একথা জানা যায়। যীশুর পুনরুত্থান প্রচার করার জন্য শত্রুগণ এঁদের বেত্রাঘাত করেছিল, কারাগারে রেখেছিল। কিন্তু তবু তাঁরা প্রচার করতে ক্ষান্ত হন নি কারণ তাঁরা জানতেন যে ঘটনাটি ধ্রুব সত্য। এই ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা বলার চেয়ে তাঁরা মরণকে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করতেন। তাঁরা ছিলেন যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী।

যীশুর পরিকল্পনা

যারা যীশুকে বিশ্বাস করবে তারা সকলেই অন্যের কাছে যীশুর বিষয় বলবে এই ছিল যীশুর পরিকল্পনা। তিনি বলেন—"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।"

মথি ২৮ ঃ ১৮-২০

যীশু জানতেন যে পবিত্র আত্মার সাহায্য ব্যতীত তাঁর শিষ্যগণ এই আদেশ যথাযথ পালন করতে পারবেন না। তাই তিনি বলেছিলেন ঃ—

"এইরূপ লিখিত আছে যে খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন ; আর তাঁহার নামে পাপ মোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে...

তোমরাই এ সকলের সাক্ষী··· কিন্তু যে পর্য্যন্ত উর্দ্ধ হইতে শক্তি পরিহিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।"

লূক ২৪ ঃ ৪৬-৪৯

যীশুর স্বর্গারোহণ

"তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,···পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে ; আর তোমরা যিরূশালেমের সমুদয় যিহুদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উর্দ্ধে নীত হইলেন এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন, আর তাঁহারা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখ ; শুক্ল বস্ত্রপরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন ; আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে উর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।"

প্রেরিত ১ ঃ ৭-১১

যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে শিষ্যগণ যখন পবিত্র আত্মা পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন তাঁদের আরও একটি মহৎ প্রত্যাশা ছিল ঃ—

"আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমাদিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য

স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক।" যোহন ১৪ ঃ ২-৩

প্রতিজ্ঞা রক্ষক যীশু

যীশুর স্বর্গারোহণের ১০ দিন পর পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীগণের উপর নেমে আসেন। সেই দিন থেকে তাঁরা যীশুর বিষয়ে অন্যকে বলার জন্য শক্তি পরিহিত হলেন। যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার অপরাধে তাঁদের কতক জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, অন্যদের নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল, তবু তাঁরা সাক্ষ্যদান থেকে একদিনের জন্যও বিরত হন নি। যিরূশালেম থেকে অবশেষে তাঁরা প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই যীশু-প্রচার করেছেন। যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আজও বিশ্বাসীগণকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে থাকেন। যীশু তাঁর পুনরাগমন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাও অচিরেই পূর্ণ করবেন। আমরা প্রত্যাশা ও বিশ্বাস করি যে অতি শীঘ্রই তিনি আসবেন।

"কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রবসহ এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্যসহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন। আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব, আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।"

১ম থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬-১৭

যদি আজই যীশু আসেন তবে তাঁর সাথে যাবার জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন? যদি প্রস্তুত হ'তে চান তবে নীচের প্রার্থনাটি বলুন ঃ—

প্রার্থনা

প্রিয় যীশু! আমি তোমায় আমার মুক্তিদাতারূপে স্বীকার করছি ও আমার জীবনের প্রভু বলে গ্রহণ করছি। তুমি দয়া করে আমার পাপসকল ক্ষমা কর। আমাকে তোমার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কর। অন্যদের কাছে তোমার কথা বলতে তুমি আমায় সাহায্য কর। আমার মৃত্যুর পর অথবা তোমার ২য় আগমনের পর আমি যেন চিরকাল তোমার সাথে থাকতে পারি তার জন্য আমায় আজ এখনই তুমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর।

তারিখ..... স্বাক্ষর.....

Highlights in the life of Christ

(Bengali)

1. Jesus—God's greatest gift
2. Jesus—The Great Teacher
3. Jesus—Prophet and King
4. Jesus teaches forgiveness
5. Jesus dies in our place
6. Jesus the risen Lord

Printed at The Assembly of God Church School—Printing Dept., Cal-16.